"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের হৃদয় রূপী আয়নাতে দেখো যে নিজের মধ্যে কোনো ভূত নেই তো, ভূতকে তাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে বাবার সাথে বাচ্চাদের কোন্ রীতি চলে যা বাইরের দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ?

*উত্তরঃ - দুনিয়াতে বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলে, কিন্তু এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার বলেন। বাবা স্বয়ং বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবায় এসে উপস্থিত হয়েছি, তাই তোমরা বাচ্চারা হলে আমার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু। দ্বিতীয়তঃ, আমি হলাম নিরহংকারী, নিরাকারী পিতা ; সুতরাং অবশ্যই আমি প্রথমে নমস্কার বলব। এটা হলো সঙ্গমযুগের অনন্য রীতি।

ওম্ শান্তি । বাবা যখন আসবেন তখন প্রথমে বাচ্চাদের নমস্কার বলবেন নাকি বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলবে ? (বাচ্চারা বাবাকে বলবে) না। প্রথমে বাবাকে নমস্কার বলতে হবে। সঙ্গমযুগের রীতিনীতি হলো সবথেকে অনন্য। বাবা স্বয়ং বলেন - আমি সকলের পিতা, তোমাদের সেবায় এসে উপস্থিত হয়েছি, সুতরাং অবশ্যই তোমরা বাচ্চারা হলে বড় তাই না। দুনিয়াতে তো বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার বলে, এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার বলেন। গায়ন রয়েছে তিনি নিরাকারী, নিরহংকারী তাই তাঁকে তা দেখাতে হবে। ওরা তো সন্ন্যাসীদের পায়ে প্রণাম করে, এমনকি তাদের পায়ে চুম্বন করে, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না। বাবা তো কল্পের পরে বাচ্চাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তোমরা হলে দীর্ঘদিনের হারানিধি সন্তান, এইজন্য বাবা বলছেন, মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছো। ভগবান দ্রৌপদীর পায়ে মালিশ করেছিলেন তাই তিনি ছিলেন সেবক। 'বন্দে মাতরম্' কে বলেছেন ? বাবা। বাচ্চারা বোঝো যে, বাবা সমগ্র সৃষ্টির অসীম সেবায় এসেছেন। এই সৃষ্টিতে কত আবর্জনা রয়েছে, এটা হলো নরক। তাই বাবাকে আসতে হয় নরককে স্বর্গ বানানোর জন্য। তিনি হৃদয়ে অনেক ভালোবাসা নিয়ে আসেন। তিনি জানেন তাঁকে বাচ্চাদের সেবায় আসতে হয়। প্রত্যেক কল্পে সেবায় উপস্থিত হয়েছেন। এখানে বসে সকলের সেবা হয়ে যায়। এমন নয় যে তাঁকে সবার কাছে যেতে হবে। একমাত্র তিনিই হলেন সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকারী দাতা। মানুষ কোনো সেবা করতে পারে না যা তার সেবার সাথে তুলনা করা যায়। তাঁর সেবা সীমাহীন।

গীত :- জাগো সজনীরা জাগো.... কত সুন্দর গীত এটা। নতুন যুগ সম্পর্কেও বোঝানো উচিত। ভারতবাসীদের জন্যই যুগ রয়েছে। ভারতবাসীদের থেকে মানুষ শোনে যে, অতীতে সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগ ছিল, কারণ তারা দ্বাপর যুগে আসে। তাই অন্যদের থেকে শোনে যে, ভারত প্রাচীন ভূমি ছিল, সেখানে দেবতাদের রাজত্ব ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যা এখন নেই। গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের মাতা-পিতা, বাকি সব পরে আসে। সুতরাং এটা হলো সবথেকে প্রাচীন ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, এক গীতা হলো মুখ্য, যা সকলের বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু তারা কী আর বিশ্বাস করে ! তারা নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করে। এটা তো জানে না যে ভগবান কখন গীতা উচ্চারণ করেছিলেন ? গীতা হলো বাবার উচ্চারিত ধর্মগ্রন্থ। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে জটিল করে দিয়েছে, এই কারণেই তারা বলতে পারে না কখন শিব রাত্রি উদযাপন করা উচিত। শিব জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। কখনো শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ গায়ন করা হয় না, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ গায়ন করা হয়। এর থেকেই বিনাশের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তোমরা এখন সত্যিই দেখছো। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তারপর আর অনেক ধর্ম থাকবে না। কৃষ্ণও তখনই আসবেন যখন অন্যান্য ধর্ম আর থাকবে না। বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। সকলকেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে হবে তাই না, সবাই বাবাকে সেলাম জানাবে। বাবাও এসে বাচ্চাদের সালাম জানান, তারপর বাচ্চারা বাবাকে সেলাম জানায়। এই সময়ে বাবা সাকারে এসেছেন। এখানে তো সকল আত্মারা বাবার সাথে মিলিত হতে পারবে না কারণ কোটির মধ্যে কিছুজনই আসবে। তাহলে সকল ভক্তরা তাঁর সাথে কখন এবং কোথায় মিলিত হবে ? যেখানে ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানেই গিয়ে মিলিত হবে। ভগবানের নিবাস স্থান হলো পরমধাম। বাবা বলেন, আমি সমস্ত বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে পরমধামে নিয়ে যাই। এটা হলো তাঁরই কাজ। বাবাকে পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য আসতে হয়। তিনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার, তাই অবশ্যই স্বর্গ সৃষ্টি করবেন তাই না ! রাবণ নরক সৃষ্টি করে আর বাবা স্বর্গ সৃষ্টি করেন। ওঁনার সঠিক নাম হলো শিব, বিন্দু। আত্মাও হলো বিন্দু, ভ্রুকুটির মধ্যে কেবল বিন্দুই থাকতে পারে। সুতরাং আত্মা যেমন, তেমনই পরমাত্মা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত রয়েছে। যা কখনো মুছে যাবে

না, চিরকাল অব্যাহত থাকবে। কত গভীর বিষয় !

এখন মানুষ শান্তি চায় কারণ সবাই শান্তিতে যেতে চলেছে। তারা বলে সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। গীতায় বলা হয়েছে রাজযোগের মাধ্যমে তোমরা রাজাদেরও রাজা হবে, তাই যারা সুখকে কাক বিষ্ঠার সমান মনে করে তারা কীভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করবে ? এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গের বিষয়। ঘর-পরিবারে থেকেও তোমাদের কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। শিববাবাও বলেন, আমি প্রথমে এই একজনকে (সাকার ব্রহ্মা) বোঝাই। এটা হলো শিববাবার চৈতন্য ঘর। প্রথমে ইনি (ব্রহ্মা) সবকিছু শেখেন, তারপর ওনার থেকে সমস্ত অ্যাডপ্টেড সন্তানরা নম্বরক্রমে শেখে। এগুলো খুবই গভীর বিষয়। সদ্গতি দাতা পতিত পাবন স্বয়ং এসে এই সমস্ত রহস্য বোঝান। এমন নয় যে তিনি ওখান থেকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তো এখানে আসেন। স্মরণিক হিসেবে শিবের অনেক মন্দির রয়েছে। তিনি স্বয়ং বলেন, আমি সাধারণ ব্রহ্মার তনে আসি। সে নিজেই তার জন্মকে জানে না। এটা কেবল একজনের কথা নয়। সবাই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা বসে আছো, ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরা সৃষ্টি হয়েছো। তিনি কেবল তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই বোঝান। যজ্ঞ সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যারা গীতা শোনায়, তাদের কাছে তো ব্রাহ্মণ নেই, এইজন্য ওটা যজ্ঞ নয়। এটা হলো অসীমের পিতার দ্বারা তৈরি অনেক বড় যজ্ঞ। দীর্ঘদিন ধরে বড় বড় যজ্ঞ কুন্ডে আগুন লেগেছে। ভান্ডারা এখনো চলছে। কখন শেষ হবে ? যখন সমগ্র রাজত্ব স্থাপন হয়ে যাবে। বাবা বলেন তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তারপর ক্রম অনুসারে পার্ট প্লে করার জন্য পাঠাবো। এরকম আর কেউ বলতে পারে না যে আমি হলাম তোমাদের পান্ডা (পথপ্রদর্শক), তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তিনি পতিত মানুষদের পবিত্র করে নিয়ে যান। তারপর নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করার সময়ে পার্ট প্লে করার জন্য আত্মারা আসতে শুরু করে। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে, কেবল একটা ধর্ম নেই। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ এর মাধ্যমে সকলের গতি সদগতি হয়ে যায়। ভারতবাসীদের মধ্যেও তারাই জ্ঞান গ্রহণ করে যারা প্রথমে পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রথমে তারা আসতে শুরু করে এবং তারপর ক্রম অনুসারে সবাই আসবে। সকলকেই সতঃ, রজঃ, তমঃ পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এখন কল্পের আয়ু শেষ হয়েছে। সমস্ত আত্মারা আছে, বাবাও এসে গেছেন। প্রত্যেককে নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। নাটকে সমস্ত অভিনেতারা একই সময়ে স্টেজে আসতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের সময়ে আসে। বাবা বুঝিয়েছেন - ক্রম অনুসারে কীভাবে আসে। জাত-পাতের রহস্যও বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মনদেরই শিখা রয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কে সৃষ্টি করেছে ? শূদ্ররা তাদের সৃষ্টি করবে না। শিখার উপরে রয়েছেন ব্রাহ্মণদের পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। সুতরাং তোমরা হলে শিববংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা হয়ে যাবে। বংশের হিসাবও বোঝানো দরকার। বাচ্চাদের উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ সবাই তো একইরকম সুচতুর নয়। নতুন কারও কাছে পন্ডিত ব্যক্তিরা এসে বিতর্ক শুরু করলে সে বোঝাতে পারবে না। তাই বলা উচিত, আমি তো নতুন, আপনি এই সময়ে আসবেন তখন আমাদের বড় দিদি আপনাকে বোঝাবেন। সে আমার চেয়েও দক্ষ। ক্লাসে তো সবাই নাম্বার ওয়াইজ হয়। এতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয়। নাহলে তোমাদের সম্মান চলে যাবে। তারা বলবে বি.কেরা ভালোভাবে বোঝাতে পারে না। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে তাদের সিনিয়ার কারো কাছে রেফার করা উচিত। বাবাও তো বলেন - আমি উপরে জিজ্ঞাসা করব। মহারথী, ঘোড়া সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য রয়েছে তাই না ! কেউ কেউ সিংহারোহীও হয় । সিংহ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। যদিও তারা জঙ্গলে একা থাকে এবং হাতি সব সময় পালের মধ্যে থাকে। তারা একা থাকলে কেউ তাদের মেরে ফেলত। শক্তিদেরও সিংহ বাহিনী দেখানো হয়।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ বলা ভুল। কৃষ্ণের শাস্ত্রকে তো সমস্ত ধর্মের লোকেরা মানবে না। তোমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন। তাঁদেরকে গড-গডেজ'ও বলা হয়। ঈশ্বর তো আলাদা। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তাঁরা হলো পালনের নিমিত্ত। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান-ভগবতী বলা হয় তাহলে বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও প্রথমে ভগবান বলতে হবে। তোমরা জানো ভগবান ছাড়া কেউ গীতা বলতে পারে না। ভগবানের মুখ দ্বারা গাওয়া গীতা। এটা শ্রী শ্রী রুদ্রের গীতা, আর কেউ বলতে পারে না যে এই গীতা তার মুখ থেকে এসেছে। শিববাবা ব্যতীত অন্য কারও মুখ থেকে গীতা আসতে পারে না। গীতা হলো মা এবং এর রচয়িতা হলেন শিববাবা। উঁনি বসে মৌখিকভাবে বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই না। সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টির জ্ঞান দেবেন, এই কারণে ঋষি-মুনিরাও বলে থাকেন যে ঈশ্বর অসীম। ঈশ্বরের গতি মতি ঈশ্বরই জানেন। ঈশ্বরের মত অর্থাৎ শ্রীমৎ যার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়, এটাই ভালো। গতির সাথে সদগতি দুটোই বলতে হবে। কারণ ভারতে যখন স্বর্গ হয় তখন অন্যান্য ধর্মের সবাই মুক্তিতে থাকে। ভারতবাসীরা সদগতি অর্থাৎ জীবনমুক্তিতে থাকে। বাবা এই সমস্ত রহস্য বোঝান যা তোমাদের ধারণ করতে হবে। ভক্তি মার্গের লোকেরা বলে বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে ঈশ্বরের পথ খুঁজে পাওয়া

যায়, কিন্তু এইরকম তো নয়। এটা কী আর সিমলার কোনো পাহাড় যে, যেখান থেকেই যাও পৌঁছে যাবে ! এখানে তো প্রিয়তমকে সজনীদের কাছে আসতে হয়। সজনীদের শৃঙ্গার করতে হয় স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। সবাই মহারাজা-মহারানী হতে চায়, কিন্তু বাবা বলেন প্রথমে তো নিজের মুখ দেখো। নারদের কথাও হলো এই সময়েরই। তিনি লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে প্রথমে তার মুখ দেখতে বলা হয়েছিল। বাবাও বলেন নিজের হৃদয় রূপী আয়না দেখো। কামের ভূত আসে না তো ? যাচাই করতে থাকো এবং ভূতেদের তাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে থাকো। বাবা তো সমস্ত যুক্তি বলতে থাকেন। মনে তো অনেক সংকল্প আসবে কিন্তু কর্মে আসা উচিত নয়। বাবা ভালো কর্ম শেখান তাই না। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতির জ্ঞানও গীতাতে রয়েছে, আর কেউ তো জানে না। মায়া বিকর্ম করতে বাধ্য করে, সত্যযুগে এর অস্তিত্ব নেই। শ্রীমৎ অনুসারে চললে তবেই তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। এটা কোনো মানুষের মত নয়। বাবার শ্রীমতের দ্বারা স্বর্গ তৈরি হচ্ছে, অন্যদের মত দ্বারা স্বর্গবাসী হতে পারবে না বরং আরও পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো এখন এক ধর্মের স্থাপন হচ্ছে। তোমরা যোগবলের দ্বারা ছদ্মবেশী উপায়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছো। হাতে অস্ত্র ইত্যাদি কিছু নেই। তোমাদের জ্ঞানের তীর-ধনুক ইত্যাদি আছে। ওরা স্থূল রূপে দেখিয়ে দিয়েছে। এই সব হলো গুপ্ত শক্তি। দেখো শক্তিদের কত পূজা করা হয়। ১০ বা ২০ ভুজধারী কেউ নেই। সবার দুটি ভুজ থাকে। মনুষ্য সৃষ্টিতে ৮-১০ ভুজধারী কেউ হয় না। সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুর ৪ টি ভুজ দেখানো হয়, এটি অর্থপূর্ণ। বীজকে জানলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান এসে যায়।

আচ্ছা - জ্ঞানের খাজানা তো বাচ্চারা প্রাপ্ত করতে থাকো, তখন তোমাদের মুখ মিষ্টি করানোর জন্য টোলি খাওয়ানো হয়। শিববাবা নিজে খান না, সমস্ত কিছু হলো বাচ্চাদেরই জন্য। রাজত্বও হলো বাচ্চাদেরই জন্য। লক্ষ্মী-নারায়ণও অবশ্যই তাঁদের সন্তানদের দিতেন। তাঁরা সবাইকে বিতরণ করবে না, এই বাবা সমস্ত বাচ্চাদের দেন। ওখানে প্রজারাও বলবে আমরা হলাম স্বর্গের মালিক। সুখ তো প্রজাদেরও রয়েছে। দুঃখের নামও নেই। বাকি নম্বরের ক্রমে তো হয়। ওখানে প্রচুর সোনা থাকে। এখানে তো সমস্ত খনি খালি হয়ে গেছে। গায়নও রয়েছে কারো ধন-সম্পদ ধুলোয় মিশে যাবে, কারোর সম্পদ রাজা অর্থাৎ সরকার গ্রাস করে নেবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজের থেকে বড়দের সামনে রাখতে হবে। কেউ বিতর্ক করলে সিনিয়রদের কাছে রেফার করো। সম্মান হারিয়ে ফেলো না ।

২) চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। প্রথমে পরিবারের কল্যাণ করতে হবে, ঘর-পরিবারে থেকেও কমল পুষ্পের সমান পবিত্র হতে হবে।

বরদানঃ- দেহের অহংকার বা অভিমানের সূক্ষ্ম অংশকেও ত্যাগ করে আকারী তথা নিরাকারী ভব

কারো কারো স্থূল রূপে দেহ ভাব বা অভিমান থাকে না, তবে তাদের দেহের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিশেষ সংস্কার, বিশেষ বুদ্ধি, বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রতিভা বা কোনও বিশেষ শক্তি - এগুলোর অভিমান অর্থাৎ অহংকার, নেশা, কতৃত্ব থাকে, এগুলো হলো দেহ-অভিমানের সূক্ষ্ম রূপ। এই অভিমান কখনো আকারী ফরিস্তা বা নিরাকারী হতে দেবে না, এইজন্য এর অংশ মাত্রকেও ত্যাগ করো তাহলে সহজেই আকারী তথা নিরাকারী হতে পারবে।

স্লোগানঃ- উপযুক্ত সময়ে সহযোগী হও তাহলে পদম গুণ রিটার্ন পেয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;